Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 625 – 630
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতিফলন

Sonali Roy Chowdhury Ghosh
Assistant Professor
Institute of Education, Haldia
Email ID : sonali.rchowdhury@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Women Empowerment, Gender Gap, Domestic Labour, Women, Gender Inequality, Indian Families.

Abstract
Every child deserves the opportunity to reach their full potential, yet gender inequalities prevalent in the lives of children in India impede this aspiration. Regardless of their geographical location within the country, children witness gender disparities in their homes, communities, media, and even among their caregivers. These inequalities are apparent in textbooks, films, and various media sources, as well as within the behaviors and attitudes of adults responsible for their care and support. The repercussions of gender inequality in India are reflected in unequal access to opportunities. Although both genders are affected by these inequalities, statistics indicate that girls are disproportionately disadvantaged. Globally, girls exhibit higher survival rates at birth, are more likely to achieve developmental milestones, and are equally inclined to participate in preschool programs. However, India stands out as the sole major country where the mortality rate of girls surpasses that of boys. Additionally, girls are more prone to dropping out of school.

The experiences of adolescence are distinct for Indian girls and boys. While boys tend to enjoy greater freedom, girls encounter extensive limitations on their mobility and decision-making capabilities, particularly concerning work, education, marriage, and social relationships. As individuals mature, these gender-based barriers persist and extend into adulthood, resulting in a stark gender imbalance in the formal workforce, with only a quarter of women participating. While certain Indian women have achieved global recognition as leaders across diverse fields, the majority of women and girls in India remain deprived of many of their rights due to deeply ingrained patriarchal norms, traditions, and social structures. Consequently, girls face inherent risks, vulnerabilities, and violations solely due to their gender. These risks are closely intertwined with the economic, political, social, and cultural disadvantages that girls encounter daily, exacerbating further during crises and disasters. Gender discrimination and prevailing social norms and practices subject girls to the potential hazards of child marriage, adolescent pregnancy, domestic child labor, inadequate education and healthcare, sexual abuse, exploitation, and violence. These critical issues are unlikely to change unless society places greater value on the well-being and rights of girls.

Discussion

ভূমিকা (INTRODUCTION) **:**

লিঙ্গ বৈষম্য বিভিন্ন আকারে বিদ্যমান, তবে এই সমস্ত ফর্মগুলি ভালভাবে স্বীকৃত নয় এবং তারা আমাদের সমাজে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যায়. ভারতীয় পরিবারগুলি বেশিরভাগ পিতৃতান্ত্রিক এবং দেশপ্রেমিক, যেখানে মহিলারা বিবাহের পরে তাদের স্বামীর পরিবারের সাথে যান. রান্না, পরিষ্কার, বাচ্চাদের দেখাশোনা করা, প্রবীণ এবং অসুস্থদের মতো ঘরোয়া দায়িত্বগুলি বেশির ভাগ পরিবারের মহিলাদের উপর পড়ে।

এই কাগজটি যুক্তি দেবে যে কাজটি নিজেই জেন্ডার, বিশেষত গার্হস্থ্য শ্রম. ঘরোয়া শ্রম কোনও 'আসল কাজ' হিসাবে স্বীকৃত নয় এবং পরিবারের মহিলাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত, যা তাদের পরিবারের প্রতি ভালবাসা এবং যত্নের বাইরে থাকার কথা। এই ধরণের কাজের মূল সমস্যাটি হ'ল এটি নিরবিচ্ছিন্ন এবং এই ভাবে, স্বীকৃত নয়. পরিবারের সদস্যদের দ্বারা বেতনভোগী কাজ হিসাবে পরিবারের কাজ করার বিষয়ে বিতর্ক হয়েছে, তবে এখন পর্যন্ত এ জাতীয় কোনও আইন পাস হয়নি।

পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে বেশি বেতনের কাজ করার সময়, তারা নিজের জন্য আরও অবসর সময়ের অধিকারী, যা মহিলাদের ক্ষেত্রে নয়. এটি কেবল কাজের নিদর্শনগুলি জেন্ডার করা হয় তা নয়, তবে প্রদত্ত এবং অবৈতনিক কাজের সাথে সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিও লিঙ্গ মাত্রা অনুসারে বিভক্ত, প্রদত্ত কাজের সাথে একজন পুরুষের ডোমেন এবং অবৈতনিক গৃহস্থালীর কাজ হিসাবে দেখা হচ্ছে যা কোনও মহিলার দক্ষতার ক্ষেত্র হিসাবে দেখা হচ্ছে (অ্যাবট পি, 1990). সুতরাং, আমাদের পরিবারগুলিতে কাজের বিভাগে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শ্রেণিবিন্যাস রয়েছে।

নারীবাদী তাত্ত্বিকরা সমাজবিজ্ঞানীদের লিঙ্গ, কাজ এবং সংস্থার মধ্যে সম্পর্কের আরও ভাল ধারণা দিয়েছেন। পুরুষ এবং মহিলারা কীভাবে আলাদা ভাবে কাজ করে সে সম্পর্কেও তারা কথা বলে।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন হ'ল মহিলারা তাদের জীবনের উপর আরও নিয়ন্ত্রণ রাখতে এবং তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া. এর মধ্যে মহিলাদের সক্রিয় ভাবে অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়ার পাশাপাশি তাদের নিজস্ব স্বাস্থ্য এবং সুস্বাস্থ্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উৎসাহিত ভাবে জড়িত থাকতে পারে. মহিলাদের ক্ষমতায়ন সমালোচনামূলক কারণ এর ফলে বিভিন্ন ভাল ফলাফল হতে পারে যেমন উচ্চতর অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং বিকাশ, উন্নত স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা এবং বৃহত্তর লিঙ্গ সমতা। বহু বছর ধরে, ভারতে নারীর ক্ষমতায়ন একটি বড় উদ্বেগ ছিল. সাম্প্রতিক দশকগুলিতে সামান্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, ভারতে মহিলারা যথেষ্ট লিঙ্গ সমতার সমস্যার মুখোমুখি হন. এই অসুবিধাগুলির মধ্যে বৈষম্য, শিক্ষার অ্যাক্সেসের অভাব, দারিদ্র্য, কর্মসংস্থান এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

লিঙ্গ বৈষম্য (Gender Inequality) **:**

লিঙ্গ বৈষম্য আমাদের সমাজের একটি দুঃখজনক সত্য।লিঙ্গ বৈষম্য হল লিঙ্গভিত্তিক ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর অসম অথবা অসুবিধাগ্রস্থ অবস্থান বা আচরণ। লিঙ্গ বৈষম্য বলতে এমন কোন পরিস্থিতি বুঝায় যেখানে কোন ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর কাঙ্খিত মৌলিক মানবিক সুযোগ অর্থাৎ সমঅধিকারকে অস্বীকার বা দমন করা হয় অন্য কোন ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী কর্তৃক প্রবর্তিত পীড়নমূলক কাঠামো দ্বারা। প্রায়ই লিঙ্গের মধ্যে পার্থক্য করে, পুরুষরা অনুপযুক্তভাবে প্রান্ত পায়। দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজে নারীরা অনেক খারাপের মধ্য দিয়ে যায়। গত ১০ বছরে প্রায় ৮০ লাখ নারীকে জন্মের আগেই হত্যা করা হয়েছে! এই ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের সমাজের নারী জনসংখ্যার জন্য একটি প্রাচীর তৈরি করেছে। একটি আশার রশ্মি হল যে তাদের মধ্যে অনেকেই এই প্রাচীর পেরিয়ে লিঙ্গ বাধা ভেঙ্গে যেতে শুরু করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা আমাদের পুরুষদের ক্রিকেট ও ফুটবল টিমকে ভালো করার জন্য সমর্থন করি। তবে, আমাদের মহিলা দলের প্রচেষ্টা খুব কমই মনোযোগ আকর্ষণ করে। আপনি যদি একজন মেয়ে হন তবে আপনাকে খেলাধুলা না করে রান্না

শিখতে উৎসাহিত করা হয়। এই ধরনের জিনিস একটি সমাজের বৃদ্ধি বন্ধ করে। যাই হোক, এটি আমাদের থেকে শুরু করতে হবে এবং আসুন এর একটি বাস্তব জীবনের উদাহরণ দেখি।

আফসানা 13 বছর বয়সী একটি মেয়ে যে বাস্কেটবল খেলতে পছন্দ করে। সে সবসময় তার বাড়ির সামনে খেলার মাঠে তার ভাইকে খেলা দেখত। সমস্ত প্রশংসা দেখে, তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং সেই অঞ্চলে প্রথম মেয়ের বাস্কেটবল দল করতে চেয়েছিলেন।

এই ভাবে তিনি তার বন্ধুদের সাথে তার কোচ নূর খানের সহায়তায় একটি বাস্কেটবল দল তৈরির যাত্রা শুরু করেন। যদিও এটি তাদের জন্য কঠিন ছিল। দরিদ্র পরিবার থেকে আসা, তাদের 'শুধু ছেলেদের জন্য' গেম খেলতে দেওয়া হয়নি। তারা গৃহস্থালির কাজ করার জন্য ছিল। সৌভাগ্যক্রমে, আফসানার দল তাদের কোচের সাথে তাদের পরিবারকে এই ধরনের পশ্চাদপদ চিন্তার বিরুদ্ধে জোর দিয়েছিল। এই মেয়েরা বৈষম্যের প্রাচীর ভাঙার লক্ষ্য রাখে এবং তাদের দেশের হয়ে খেলতে চায়।
ছোট বিদ্রোহীরা লিঙ্গ বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করছে তার এটি একটি ছোট উদাহরণ। সর্বোপরি, এটি প্রচার করা উচিত যে একটি ছেলে বা মেয়ের বিভাজনের আগে, একজন ব্যক্তিকে সমান অধিকার এবং বেড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া উচিত।

নারীর ক্ষমতায়ন (Wmen Empowerment) **:**
শিক্ষা প্রতিটি সমাজের উন্নয়নের শক্তিশালী অস্ত্র। আমাদের সংবিধানে সমতা শব্দটি মানুষের বিভিন্ন অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে একটি শক্তিশালী অর্থ নির্দেশ করে। আমাদের সংবিধানে বলা আছে যে সরকারকে আইনের সামনে প্রত্যেক নাগরিকের সাথে সমান আচরণ করতে হবে। এখন লিঙ্গ সমতা আমাদের সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লিঙ্গ সমতা হল সেই রাষ্ট্র যেখানে নারী, মেয়ে, পুরুষ এবং ছেলেদের সুযোগ, সম্পদ, সুবিধা এবং আইনি সুরক্ষার সমান প্রবেশাধিকার রয়েছে এবং যা তাদের সমান, অন্তর্নিহিত মানবিক মর্যাদা, মূল্য এবং অপরিবর্তনীয় অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় (USAID 2020)। 'পলিসি অন জেন্ডার ইকুয়ালিটি', কানাডা সরকারের মতে, 'লিঙ্গ সমতার অর্থ হল সুযোগের উপর একজনের অধিকার পুরুষ বা মহিলা হওয়ার উপর নির্ভর করে না'। নারীর ক্ষমতায়ন মূলত বোঝায় যে নারীরা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নারীর ক্ষমতায়ন হল এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে নারীরা সমাজে স্বাধীনভাবে কাজ করার, পুরুষদের সমানভাবে তাদের অধিকার প্রয়োগ করার এবং সমাজের সমান সদস্য হিসাবে তাদের সম্ভাবনা পূরণ করার ক্ষমতা রাখে, যেমন তাদের জীবনের ফলাফল নির্ধারণ করা, নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করা এবং প্রভাব বিস্তার করা। পরিবার, সম্প্রদায় এবং সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। (USAID, 2020)। ক্ষমতায়ন এবং শিক্ষার মধ্যে একটি দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। নারীরা যে কোনো সমাজের মেরুদণ্ড। শিক্ষা হল সমাজের মূল শিথিল, যা জাতীয় উন্নয়নের জন্য দায়ী। গ্রেগমর্টেনসনের মতে 'যদি আপনি একটি ছেলেকে শিক্ষা দেন, আপনি একজন ব্যক্তিকে শিক্ষিত করেন; কিন্তু আপনি যদি একটি মেয়েকে শেখান তবে আপনি একটি সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করবেন'। শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের সর্বোত্তম অস্ত্র, কারণ এটি তাদের বিভিন্ন সামাজিক চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং তাদের প্রচলিত ভূমিকায় পরিবর্তন করতে সক্ষম করে। আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী বিষয় হলো শিক্ষা। এটি বৈষম্য কমাতে পারে এবং আমাদের দেশের মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে। 'সুতরাং, পুরুষের সাথে সমতার জন্য নারীর অন্বেষণ একটি সর্বজনীন ঘটনা। শিক্ষা, চাকরি, উত্তরাধিকার, বিয়ে ও রাজনীতিতে নারীদের পুরুষের সমান হওয়া উচিত। সমতার জন্য তাদের অন্বেষণ অনেক মহিলা সমিতি গঠন এবং আন্দোলনের সূচনার জন্ম দিয়েছে' (ভাট, 2015)। আমরা বলতে পারি নারীর ক্ষমতায়ন তাদের জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তুলতে পারে।

এই প্রসঙ্গে মার্গারেটের কাজিনরা তার মন্তব্য করেছেন : 'যখন ভোটাধিকার তৈরি করা হয় তখন নারীরা 'মানুষ' হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে এবং এটি এমন শর্তে বিস্মিত হতে পারে যা আমাদের লিঙ্গকে অযোগ্য করে না, কিন্তু আমাদের মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের একই সুযোগ দেয়"।[১]

মহিলা সমিতির অন্যতম নেত্রী সরোজিনী নাইডু ভোটের অধিকারের দাবিতে মহিলাদের আধ্যাত্মিকতা এবং মর্যাদার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন : 'রানী এবং কৃষক এক, এবং সময় এসেছে যখন প্রতিটি মহিলার নিজের মর্যাদা জানা উচিত'।[২]

নারী ও তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য ভূমিতে সরাসরি প্রবেশাধিকারের তাৎপর্য উল্লেখ করে এবং কেবলমাত্র পুরুষ সদস্যদের মাধ্যমে মধ্যস্থতা নয়, এই নিবন্ধটি আইনে এবং প্রথাগত অনুশীলনে নারীদের অতীত এবং বিদ্যমান অধিকারের সন্ধান করে। সম্প্রদায় এবং অঞ্চল; ঐতিহ্যগত ভাবে মাতৃত্বকালীন উত্তরাধিকার অনুশীলনকারী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই অধিকারগুলির পরিবর্তনগুলি পরীক্ষা করে; এবং আজ ভূমি দাবি, নিয়ন্ত্রণ এবং স্ব-ব্যবস্থাপনা করার নারীদের ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলছে এমন কারণগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করে এবং এর মধ্যে বিভিন্নতা অতিক্রম করে।[৩]

নারীর ক্ষমতায়ন সাক্ষরতা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অধিকন্তু, নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীদের কৌশলগত জীবন বাছাই করার ক্ষমতাকে বোঝায় যা আগে তাদের অস্বীকার করা হয়েছিল। জাতি, ব্যবসা, সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠী নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা গ্রহণ করে এমন কর্মসূচি এবং নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। নারীর ক্ষমতায়ন উন্নয়নের জন্য উপলব্ধ মানব সম্পদের গুণমান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে। মানবাধিকার এবং উন্নয়ন সম্বোধন করার সময় ক্ষমতায়ন একটি প্রধান পদ্ধতিগত উদ্বেগ। বেশ কয়েকটি নীতি নারীর ক্ষমতায়নকে সংজ্ঞায়িত করে, যেমন, একজনকে ক্ষমতায়িত করার জন্য, একজনকে অবশ্যই ক্ষমতাহীনতার অবস্থান থেকে আসতে হবে। তাদের ক্ষমতায়ন অর্জন করতে হবে, বরং এটি একটি বহিরাগত দল দ্বারা তাদের দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে যে ক্ষমতায়নের সংজ্ঞায় লোকেদের তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এবং তাদের উপর কাজ করতেও সক্ষম। ক্ষমতায়ন এবং ক্ষমতাহীনতা পূর্ববর্তী সময়ে একে অপরের সাথে আপেক্ষিক; ক্ষমতায়ন একটি পণ্যের পরিবর্তে একটি প্রক্রিয়া।[৪]

জাতি, ব্যবসা, সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠী নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা গ্রহণ করে এমন কর্মসূচি এবং নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। নারীর ক্ষমতায়ন উন্নয়নের জন্য উপলব্ধ মানব সম্পদের গুণমান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে।[৫]

পদ্ধতি (METHODOLOGY) :

পদ্ধতি মহিলা ক্ষমতায়ন, জেন্ডার গ্যাপ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিবিম্বিত সম্পর্কিত ধারণাগত আলোচনার উপর ভিত্তি করে. আলোচনা প্রাথমিক তথ্য এবং গৌণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে. অনলাইন নিবন্ধ, সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলি প্রাথমিক উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং নিবন্ধ, জার্নাল, বিভিন্ন ওয়েবসাইটের কাগজপত্র গৌণ উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়. এটি বর্ণনামূলক জরিপ ধরণের অধ্যায়ন।[৬]

জেন্ডার গ্যাপ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিবিম্বিত (GENDER GAP REFLECTED IN SOCIAL AND CULTURAL LIFE) :

মানুষ জন্মগ্রহণ করে না সামাজিক মানুষ. তিনি ধীরে ধীরে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সামাজিক জীব হয়ে ওঠেন এবং মানুষ হিসাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেন. সমাজ বদলে গেছে এবং অনেক পরিবর্তন করেছে. তবুও লিঙ্গ ব্যবধান সমাজে রয়ে গেছে।

বৈষম্য : ভারতে মহিলারা বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে উভয়ই বৈষম্য সহ্য করেন. এটি ব্যক্তিদের পক্ষে স্কুল এবং কাজের সম্ভাবনাগুলিতে অ্যাক্সেস অর্জন করা আরও শক্ত করে তুলতে পারে, পাশাপাশি অসম চিকিৎসা এবং দরিদ্র ক্ষতিপূরণের ফলস্বরূপ।

শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের অ্যাক্সেসের অভাব : ভারতে মহিলারা একটি শিক্ষা গ্রহণ এবং কাজ সন্ধানের জন্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন. বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ভারতের প্রায় 80% পুরুষের তুলনায় মাত্র 50% এরও বেশি মহিলা কাজ করেন. সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সীমাবদ্ধতার ফলে এই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে যা মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশ নিতে এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অ্যাক্সেস করতে নিষেধ করে।

লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা : ভারতে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা একটি বড় বিষয়. জাতীয় অপরাধ রেকর্ডস ব্যুরোর মতে, ২০২০ সালে ভারতে মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার নথিভুক্ত প্রমাণ ছিল ৪২৮, ২78৮ এরও বেশি.শারীরিক ও যৌন নির্যাতন, যৌতুক-সম্পর্কিত সহিংসতা এবং মহিলা ইনফ্যান্টিকাইডও রয়েছে. ফলাফলগুলি উদ্বেগজনক, কেবলমাত্র 2021 সালে মহিলাদের বিরুদ্ধে 31, 677 ধর্ষণ করা হয়েছিল।

দারিদ্র্য : ভারতে বেশিরভাগ মহিলা দরিদ্র, বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে. দারিদ্র্য মহিলাদের জন্য একটি শিক্ষা গ্রহণ এবং কাজ সন্ধান করা কঠিন করে তুলতে পারে, যা স্বাস্থ্য, ক্ষুধা এবং অন্যান্য সমস্যার কারণ হতে পারে।

নগর ও গ্রামীণ অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য : গ্রামীণ ভারতের মহিলারা ক্ষমতায়ন, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আরও বেশি সমস্যার মুখোমুখি হন. উদাহরণস্বরূপ, তাদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবাতে আরও দরিদ্র অ্যাক্সেস থাকতে পারে, পাশাপাশি লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার আরও বিচ্ছিন্ন এবং প্রবণ হতে পারে।

উপসংহার :

লিঙ্গ ব্যবধান, বিভিন্ন লিঙ্গ ব্যক্তির মধ্যে আপেক্ষিক বৈষম্য, অনেক সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে স্পষ্ট. পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য সামাজিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক সাফল্যের পাশাপাশি মনোভাবগুলিতে প্রকাশিত হয়।

যখন ব্যক্তিরা ইন্টারঅ্যাক্ট করে, তাদের স্ব-পরামর্শ, পরিচয়, অধিকার এবং সুযোগগুলি অন্যরা কীভাবে তাদের উপলব্ধি করে এবং অন্যরা কীভাবে তাদের সাথে আচরণ করে তার সাথে ছেদ করে. সাংস্কৃতিক গতিশীলতা এই লিঙ্গ পার্থক্যগুলি বজায় রাখে, এমন বাধা হিসাবে কাজ করে যা মেয়েদের এবং মহিলাদের শিক্ষার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত কর্তৃত্বের পদে মহিলাদের নিম্নচাপে অবদান রাখে. এটি প্রধানত পুরুষ-অধ্যুষিত সমাজের মধ্যে লিঙ্গ সমতার সীমিত সুযোগকে স্থায়ী করে।

বাস্তবে, লিঙ্গ ব্যবধান সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে উদ্ভূত হয় যা সমাজের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির মানসিকতা এবং আচরণকে রূপ দেয়।

Reference :

১. Muthulakshmi Reddy, (ed), Mrs. Margaret cousins and her work in India, Indian Women's Association. 1956, P. 85

২. Muthulakshmi Reddy, Autobiography, Op.cit, P. 124

৩. Agarwal, B. 1988. 'Who Sows? Who Reaps? Women and Land Rights in India', Journal of Peasant Studies, 15 (4). 531-81

৪. Baden, Sally; Goet, Anne Marie (July 1997). 'Who Needs [Sex] When You Can Have [Gender]? Conflicting Discourses on Gender at Beijing'. Feminist Review. 56 (1) : 3–25. doi:10.1057/fr. 1997.13. ISSN 0141-7789. S2CID 143326556.